Rs. 2.00
মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : VII Issue :IV,15th July, 2018 শ্রাবণ,১৪২৫,বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/ 46375

আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

জ্যোতি বসু
জন্ম - ৮ই জুলাই,১৯১৪
মৃত্যু - ১৭ই জানুয়ারী,২০১০

৯২তম জন্মদিবসে সহ সভাপতি শ্রী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় এবং সংস্থার সভাপতি শ্রী পেলব মুখার্জী

জ্যোতি বসু স্মরণে

অশোক রঞ্জন ধর

জ্যোতিবসু ১৯১৪ সালের ৮ই জুলাই কলকাতায় (৪৩/১ হ্যারিসন রোড) জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ডাঃ নিশিকান্ত বসু (বাংলাদেশের ঢাকার নিকটে বারদী গ্রামে আদি নিবাস) ও মাতা হেমলতা দেবী। পিতা-মাতা সন্তানের নাম রাখেন জ্যোতিরিন্দ্র বসু ও ডাক নাম 'গমা'।

১৯২০ সালে শিশু বসু ধর্মতলার লরেটো স্কুলে ও ১৯২৫ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি হন। স্কুলে ভর্তির সময় পিতৃদেব তাঁর নাম সংক্ষেপে জ্যোতি বসু করে দেন এবং তিনি সেই নামেই পরিচিত হন। ১৯৩৫ সালে ইংরাজীতে অনার্স সহ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হন।

১৯৩৫ সালে তিনি লন্ডন যান আইন পড়তে। ভর্তি হন লন্ডন ইউনির্ভাসিটির ইউনির্ভাসিটি কলেজে। ১৯৩৯ সালে তিনি আইন শেষ করেন। কিছুদিন পরেই (১লা জানুয়ারী, ১৯৪০) কলকাতায় চলে আসেন, এবং মাত্র ১৯ দিন পর ২০ জানুয়ারী, ১৯৪০ পিতা-মাতার অনুরোধে বাসন্তী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। দুর্ভাগ্যবশত বাসন্তী দেবী ১৯৪২ সালে মারা যান। স্ত্রী বিয়োগের পর কিছুদিন পরে তাঁর মা হেমলতা দেবী মারা যান। পিতা এবং পরিবারের সদস্যদের অনুরোধে ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৮ সালে কমলা দেবীর সঙ্গে তার দ্বিতীয় বিবাহ হয়। ১৯৫২ সালে তাঁদের পুত্র চন্দনের জন্ম হয়।

লন্ডনে ছাত্রাবস্থায় বসু রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন। তিনি ইন্ডিয়া লীগ এবং লন্ডন মজলিশে যোগ দেন এবং লন্ডন মজলিশের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। মার্কসবাদে বিশ্বাসী ভূপেস গুপ্ত ও স্নেহাংশু আচার্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। বন্ধুদের মাধ্যমে বসুর যোগাযোগ ঘটে ইংল্যান্ডের কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে।

১৯৪০ সালে দেশে ফিরেই পার্টি নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পার্টি নেতৃত্ব তাঁকে বিভিন্ন জেলায়, মফঃস্বলে পাঠায় পার্টি ক্লাস নিতে। তিনি Friends of Soviet Union এবং Anti Fascist Writers Association এর সম্পাদক হন। ১৯৪০ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক নেতৃত্ব তাঁকে শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে পাঠান। তাঁর কাজ ছিল বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম রেলওয়ে শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলার। বসু এই কাজে সফল হন। ১৯৪০ সালে গঠিত হয় বি.এ. রেলওয়ে ওয়ার্কাস ইউনিয়নের সাথে বি.ডি. রেল রোড ওয়াকার্স ইউনিয়নের সংযুক্তির ভিত্তিতে গঠিত হয় বেঙ্গ ল অ্যান্ড আসাম রেল রাড ওয়ার্কাস ইউনিয়ন, বসু হলেন প্রথম সাধারণ সম্পাদক। ১৯৪৬ সালে বসু Railway Workers Constituency থেকে হুমায়ুন কবিরকে ৮ ভোটে পরাজিত করেন। প্রথম এম.এল.এ হলেন স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালে বরানগর কেন্দ্র থেকে এম.এল.এ নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৫২, ১৯৫৭, ১৯৬২, ১৯৬৭, ১৯৬৭, ১৯৭১, ১৯৭৭, ১৯৮২, ১৯৮৭, ১৯৯১, ও ১৯৯৬ সালে এম. এল. এ নির্বাচিত হন। ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ এ বসু অজয় মুখার্জীর মুখ্যমন্ত্রীত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট সরকারে উপ-মুখ্যমন্ত্রী হন। ১৯৭২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস সরকার গঠন করে। বসু বরানগর কেন্দ্রে হেরে যান। বসুর কথায় "বাহাত্তরের নির্বাচনটা ছিল সংসদীয় গণতন্ত্রের এক নির্লজ্জ প্রহসন। তিনি বাধ্য হয়ে সেদিন ভোট বয়কট করেন। সিপিআই (এম) পুরো পাঁচ বছর বিধানসভা বয়কট করেন।

১৯৭৭এর নির্বাচনে বামফ্রন্ট বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে জ্যোতি বসুর মুখ্যমন্ত্রীত্বে সরকার গঠন করে। তিনি একাদিক্রমে ২১শে জুন ১৯৭৭ থেকে ৬ নভেম্বর, ২০০০ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেন। তাঁর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার আমূল ভূমিসংস্কার করে, পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থা চাঙ্গা করে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ও গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা করেন। এই সমস্ত ব্যবস্থার ফলে গ্রামীন আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। দীর্ঘ এবং সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার অবস্থা দেখা দিলে তিনি তা কঠোর হস্তে দমন করেন।

১৯৯১ সালে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সর্বসম্মত প্রার্থী মনোনীত হন জ্যোতিবসু, কিন্তু পার্টিগত অবস্থানের জন্য প্রধানমন্ত্রীত্বের প্রস্তাব তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। বসু শারীরিক কারণে ২০০০ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রীত্ব পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

বসু বাম-গণতান্ত্রিক কমিউনিজম অসম্প্রদায়িক শক্তির প্রতীক রূপে গণ্য। তিনি সাড়ে তিন বৎসর কারাবাস এবং দুই বৎসর অন্তরালে ছিলেন। তিনি দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে পার্টির অনেক দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পার্টির একজন শৃশৃঙ্খলা পরায়ণ সদস্য ছিলেন।

১লা জানুয়ারী ২০১০ বসু অসুস্থতার জন্য বিধাননগরে আমরী হাসপাতালে ভর্তি হন। ১৭ই জানুয়ারী তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মরদেহ Peace Haven এ রাখা হয়। তাঁর শেষ যাত্রায় অগণিতমানুষ যোগ দেন তাঁকে অন্তিম শ্রদ্ধা জানাতে। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সুশ্রুত আই ফাউন্ডেশনকে তাঁর চক্ষুদ্বয় দান করা হয় এবং দেহ ১৯ জানুয়ারী ২০১০ রিসার্চের জন্য SSKM হাসপাতালে দেওয়া হয়।

New Town Kolkata Development Authority (Ammendment) Bill 2010 (যা বামফ্রন্ট আমলে বিধানসভায় পাশ হয়) অনুযায়ী রাজারহাট নিউটাউনের নামে জ্যোতি বসুর নাম রাখার প্রস্তাব হয়। এই বিষয়ে ৭ অক্টোবর ২০১৯ নিউটাউনে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যের উপস্থিতিতে

একটি সভাও অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস শাসিত বর্তমান সরকার রাজার হাট নিউটাউনের নাম পরিবর্তন না করার সিদ্ধান্ত নেয়। বেথুন ইনস্টিটিউট (BIGRRC) জ্যোতিবসুকে "ভারত গৌরব" উপাধিতে ভূষিত করে, এই উপলক্ষে ৯ই জানুয়ারী, ২০০৯ সংস্থার তৎকালীন সভাপতি বিমল চ্যাটার্জী সম্মাদক পেলব মুখার্জী ও গর্ভনিংবডির অন্যান্য নয় জন সদস্য ইন্দিরা ভবনে উপস্থিত হয়ে সর্বজন শ্রদ্ধেয় জননেতা জ্যোতি বসুর কর-কমলে "ভারত গৌরব" স্মারকটি তুলে দেন।

কমরেড জ্যোতি বসু —

অমর রহে

"অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো"

কৃষ্ণস্বপন মিত্র

চলে গেলেন বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম স্টিফেন উইলিয়াম হকিং। ১৪ই মার্চ ২০১৮ তারিখটা নিঃসন্দেহে কাকতালীয়, কিন্তু ভারী অদ্ভুত। ১৪ই ১৮৭৯ আইনস্টাইনের জন্মদিন, ১৪ই মার্চ ১৮৮৩ কার্ল মার্কসের মৃত্যুদিন আর স্টিফেন হকিং-এর মৃত্যুদিনও ১৪ই মার্চ ২০১৮। বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং-এর গবেষণার অন্যতম বিষয় ছিল মহাকাশে ব্ল্যাকহো বা কৃষ্ণগহ্বর সম্পর্কে। সে বিষয়ে আসার আগে মার্কসীয় দর্শনের বা মার্কসবাদের ভিত্তি দ্বন্দ্বতত্ব ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা দরকার।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে - এর থেকে আমরা জেনেছি- (১) সমগ্র বিশ্বে বস্তু ছাড়া অন্য আর কিছুই নেই। নিখিল বিশ্বে আমরা যা কিছু দেখছি তার মূলে আছে ৯২টি মৌলিক পদার্থ যেমন - হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, সোডিয়াম, ক্লোরিন প্রভৃতি। দুই বা তার বেশি মৌলিক পদার্থ যুক্ত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের, যেমন জল, সোডিয়াম ক্লোরাইড ইত্যাদি।

(২) এই সমগ্র বস্তুই একটি নির্দিষ্ট স্থান ও একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে অবস্থান করে।

(৩) সমস্ত বস্তুরই সৃষ্টি আছে, বিকাশ আছে, লয় আছে। অর্থাৎ বস্তুমাত্রই গতির মধ্যে আছে। গতির মধ্যেই তার বিকাশ, গতির মধ্যেই তার অবলুপ্তি।

(৪) কোন বস্তুই এই মহাবিশ্ব থেকে হারিয়ে যায় না, তা রূপ পালটায়। যেমন মনুষ্যদেহ যেসব বস্তুকণা দিয়ে তৈরি তা মৃত্যুর পর প্রকৃতিতে গ্যাস, কার্বন, অ্যাসিড প্রভৃতি রূপে থেকে যায়।

(৫) এমন একটা ওজন মাপার যন্ত্র যদি পাওয়া যেতো যাতে সমগ্র বিশ্বের সব বস্তুকে একত্রে ওজন করা যেতে তাহলে দেখা যাবে বিশ্বের সমস্ত বস্তুর মোট ওজন বা পরিমাণ নির্দিষ্ট। সৃষ্টির সময় যা ছিল, আজও তাই আছে, ভবিষ্যতেও তাই থাকবে।

এবারে আসা যাক মহাবিশ্বের ব্ল্যাকহোলের কথায়। প্রায় ২৫০ বছর আগে কেমব্রিজের অধ্যাপক জন মিচেল ব্ল্যাকহোলের তত্ত্বকে আমাদের সামনে নিয়ে নিয়ে আসেন। তারপর থেকে অনেক বিজ্ঞানীই এ বিষয়ে গবেষণা করেছেন। অবশেষে ব্ল্যাকহোল সম্পর্কে কয়েকটি সিদ্ধান্তের জন্ম হয়। তা হলো —

(১) একটি নক্ষত্র (যেমন সূর্য) যখন তার জ্বালানী শেষ করে ফেলে তখন তা নিকষ কালো একটি বস্তুপিণ্ডে পরিণত হয় তার ভর এবং আকর্ষণ শক্তি হয় প্রচন্ড। অবশ্য ব্ল্যাক হোলে পরিণত হওয়ার জন্য নক্ষত্রটির ভর ন্যূনপক্ষে আমাদের সূর্যের ভরের দেড়গুণ হতে হবে।

(২) এটা তখন স্থির, নিশ্চল এবং গতিশীল অবস্থা অর্জন করে।

(৩) এর প্রচণ্ড আকর্ষণ শক্তিকে পেরিয়ে কোন কিছুই এর মধ্যে থেকে বাইরে আসতে পারে না। এমন কি আলোও না। যেহেতু আলো এর থেকে বাইরে আসতে পারে না। তাই ব্ল্যাকহোলকে আমরা দেখতে পাই না।

(৪) যদি কোন বস্তু ব্ল্যাকহোলের প্রচণ্ড আকর্ষণে এর মধ্যে গিয়ে পড়ে তাহলে তা আর কোন দিনই বাইরে আসতে পারবে না। এর উপর ভিত্তি করে কল্পবিজ্ঞানের অনেক গল্প ও সিনেমা আছে। মার্কসবাদ ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সঙ্গে এখানেই সংঘাত সৃষ্টি হলো। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত এঙ্গেলসের "এ্যান্টি ডুরিং" গ্রন্থে। মার্কসবাদ বলছে সমস্ত বিশ্বে কোন বস্তুই হারিয়ে যায় না, তার রূপ পাল্টায়, কিন্তু সমপরিমাণেই তা বিরাজমান থাকে। কিন্তু সেই সময়ে ১০০ বছর ধরে এবং পরবর্তী প্রায় ১০০ বছর ধরে ব্ল্যাকহোলের তত্ত্ব বলছে যদি কোন বস্তু ব্ল্যাকহোলের মধ্যে গিয়ে পড়ে তা কোনদিন আর ফিরে আসবে না। চিরতরে হারিয়ে যাবে। ১৯৭৪ সালের আগে পর্যন্ত স্টিফেন হকিং ব্ল্যাকহোল সম্পর্কিত উপরোক্ত তথ্যগুলি বিশ্বাস করতেন। কিন্তু বহু গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১৯৭৪ সালে তিনি ব্ল্যাকহোল সম্পর্কিত বহু ভ্রান্ত চিন্তার অবসান ঘটান। যার ফলে মার্কসবাদ বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মৌলিক সূত্রগুলি সত্য হিসাবে আরো ভাস্বর হয়ে ওঠে। কি সেই কথা বা স্টিফেন হকিং বললেন তার গবেষণালব্ধ উপলব্ধি থেকে? অতি সংক্ষেপে তা হলো —

(১) ব্ল্যাকহোল সমস্ত বস্তুই ক্রমাগত ঘণীভূত হতে থাকে। ফলে সেখানে উত্তাপ সৃষ্টি হয় এবং তা ক্রমশই বাড়তে থাকে। তাপ থেকে বিকিরণ ঘটে। তাহলে এটাকে সম্পূর্ণ কালো বা ব্ল্যাক বলা যায় না। তাহলে স্থিতা বস্থা বা গতিহীন নয়। এখানেও গতির সূত্র কাজ করছে। ব্ল্যাকহোলে সৃষ্ট এই বিকিরণ তার খাঁজকাটা গায়ে ঘটতে থাকে। ব্ল্যাকহোলে যে বিকিরণ ঘটে তাকে দূর থেকে অস্পষ্ট ও ঝাপসা দেখাবে। একমাত্র ব্ল্যাকহোলের মধ্যেই একে পরিষ্কারভাবে দেখা যাবে।

(২) হকিং-ই প্রথম দেখালেন যে ব্ল্যাকহোল গতিহীন অনড় বস্তু তো নয়ই বরং এটা ঘূর্ণায়মান, এবং এর অভ্যন্তর অনেকটা বৃত্তাকারে খাঁজকাটা (যেমনটা বোতলের ছিপিতে দেখা যায় অথবা পাতকুয়ার পাড়-এর মতো) এবং এই গহ্বরের শেষপ্রান্তে কি থাকতে পারে সেটা সবটাই অনুমান সাপেক্ষ। এমনও হতে পারে এই গহ্বরের মধ্যে দিয়ে অন্য ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করা যেতে পারে, যদি আদৌ অন্য কোন ব্রহ্মাণ্ড থাকে তাহলেই।

(৩) যেহেতু ব্ল্যাকহোলে বিকিরণ ঘটতে থাকে সেহেতু ভর কমাতে থাকে এবং যত ভর কমে ততোই উত্তাপ বাড়ে। উত্তাপ যত বাড়ে ততোই ভর কমে। আইনস্টাইনের থিয়োরি অব রিলেটিভিটি অনুসারেই এই প্রক্রিয়া চলে থাকে।

(৪) সবচেয়ে বড় কথা হলো তাপ বিকিরণ ঘটতে ঘটতে এবং ভর কমতে কমতে একদিন ব্ল্যাকহোলেরও অবলুপ্তি ঘটবে। মার্কসবাদও তো তাই বলেছে। সমস্ত বস্তুরই সৃষ্টি আছে, বিকাশ আছে, মৃত্যু আছে। কিন্তু তারপর কি? সমস্ত বস্তুরই নবরূপে প্রকাশিত হবে। ব্ল্যাকহোলে অবস্থিত এবং অন্তঃস্থ সমস্ত বস্তুরই নবরূপে ফিরে আসবে। অর্থাৎ কোন কিছুই চিরতরে হারিয়ে যাবে না। যদি কেউ সমগ্র রবীন্দ্র রচনাবলীর একটি সম্পূর্ণ সেট ব্ল্যাকহোলে ফেলে দেয় তা নিশ্চিতভাবেই ব্ল্যাকহোলের অবলুপ্তির পর ফিরে আসবে। কিন্তু কি চেহারায়, কিছুটা ধোঁয়া বা বাষ্প বা কিছুটা ছাইয়ের আকারে, যার থেকে রবীন্দ্র সাহিত্য উপভোগ করার সুযোগ থাকবে না। যেমন মানুষের দেহ মৃত্যুর পরে গ্যাস, কার্বন, অ্যাসিডে পরিণত হয়, যার থেকে সেই মানুষকে আর চিনতে পারা যায় না — সেইভাবে! কিন্তু দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অনুসারে পরিমাণ একই থাকবে।

এজন্যই স্টিফেন হকিংকে শতকোটি প্রণাম। বাস্তববাদী স্টিফেন হকিং-এর সত্যনিষ্ঠ গবেষণা দ্বন্দ্বতত্ত্বের মার্কসীয় সূত্রগুলিকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলো।

শ্রমিক আন্দোলন, এপ্রিল২০১৮
থেকে সংগৃহীত।

"হে সাধন লহ প্রণাম"

তোমায় করি নমস্কার, হে সাধন বীর সৈনিক,
তাপ দগ্ধ এই বিশ্বে তুমি করেছ সুদীর্ঘ সংগ্রাম।
দেখেছ কত উত্থান-পতন, দেশ ভাগ, মহামারী,
বিদেশী শাসকের নিপীড়নে, স্বাধীনতা সংগ্রামী তুমি।
আজ বড় বেশি করে মনে পড়ে তোমার কথা,
এই বিশ্বে নূতন প্রজন্মকে বাস যোগ্য করার প্রয়াস।
শুভ কর্মে বিরামহীন সংগ্রাম ও সত্য পথে জয়যাত্রা,
তোমায় করেছে মহান হে মহাসাধক লহ প্রণাম।

রমাপ্রসন্ন দত্ত

"বেথুনের বনভোজন"- ২০১৮

শরীর মন সুস্থ রাখতে বনভোজনের প্রয়োজন,
সকলে মিলে বেথুনের পক্ষ থেকে করেছে আয়োজন।
প্রতি বৎসর বিভিন্ন জায়গায় বনভোজন করেছে,
এই বৎসর খুবই কাছে নলবনে করবে ঠিক হয়েছে।
আশি জন বয়স্কদের নিয়ে বাসে করে সেখানে গেলাম,
যাওয়ার পথে বাসের মধ্যে সকালের টিফিন খেলাম।
সুন্দর তার পরিবেশ জায়গাটা খুবই নিরীবিলী,
কত গান, কবিতা, খেলাধুলা, করলাম সকলে মিলে।
অনেকে নৌকা চড়ে খুবই আনন্দ পেল।
কিছু দূরে সুটিং দেখতে কয়েকজন ছুটে গেল।
সময় মত খাওয়া, দাওয়া পেটপুরে সবাই খেল,
কোন কিছুর অভাব ছিল না খাওয়ার পাতে সবই পেলো।
বেথুনের কর্মধারা দেশ জুরে দিচ্ছে নাড়া,
প্রবীণ নাগরিকদের জন্য অনেক কিছু করছে তারা।
বিনা মূল্যে চক্ষু পরীক্ষা, ফিজিওথেরাপী, কম খরচে,
ভবিষ্যতে অনেক কিছু করবে তারা ঠিক করেছে।
প্রতি বৎসর মণীষীদের জন্মতিথি পালন করে,
অনেকে জানতে পারে মাসিক প্রবীণবার্তা পড়ে।
আনন্দ হল শেষ, সন্ধ্যা এল ঘনিয়ে,
বাসে বসল সবাই নিজের জায়গা নিয়ে।
সুস্থ থাকুন, ভাল থাকুন এই প্রার্থনা আমার,
প্রতিবার এই সময় সবাইকে দেখতে পাব আবার।

রণজিৎ সরকার

—ঃ সম্পাদকীয়ঃ—

প্রিয় সাথী ও বন্ধুগণ, আশা করি পরিবার পরিজন সহ কুশলে আছেন। সবাইকে পবিত্র ঈদের শুভেচ্ছা জানাই।

জুন মাসে কয়েকটি আন্তর্জাতিক দিবস আমরা পার করে এলাম। এই 'দিবসের' নির্দিষ্ট বিষয়গুলির প্রতিজন মানসে চেতনা সৃষ্টির জন্য, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এই বিশেষ দিনগুলির ডাক দিয়েছে। ১৫ই জুন ছিল 'বিশ্ব প্রবীণ নিগ্রহ প্রতিকার সচেনতা দিবস'। পশ্চিমবঙ্গ সরকার (সমাজ কল্যাণ বিভাগ) সহ বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা এই দিনটি উদ্‌যাপন করেছে, ১৯শে জুন ছিল 'পিতৃদিবস' বহুকাঙ্খিত পিতৃদেবোঃ ভব এই বাণীটি যদি সবার হৃদয়াঙ্গম করানো যেত বা যায় তবে হয়ত প্রতি পরিবারে শান্তি নেমে আসতো। ২১শে জুন হয়ে গেল 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস'। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে রাষ্ট্রসংঘ ২০১৪ সালে এই দিবস ঘোষণা করে। সুস্থ শরীর ও সুস্থ মন এনে দেয় যোগ চর্চা। সমাজে বিধবাদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ২৩শে জুন উদ্‌যাপিত হয়েছে আন্তর্জাতিক বিধবা দিবস। আর ২৬শে জুন ছিল মাদকাশক্তি ও চোরাচালানের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক দিবস। আসুন-আমরা এবং আমাদের পরিবারের সবাই নেশা থেকে দুরে থাকি, এবং এই দিনগুলির তাৎপর্য মেনে চলি।

গুপ্ত সাধনা ও কালোযাদুকে Black Magic অনেকেই বিশ্বাস করেন ও আশ্রয় নেন। সম্প্রতি দিল্লীর বুরারিতে একই পরিবারের কিশোর থেকে অতিবৃদ্ধ মোট ১১জন গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তদন্ত চলছে। তবে বিশ্বাস গুপ্ত সাধনা ও কালোজাদুরই পরিমাণ এই দুঃখ বহ ঘটনা। কাগজে প্রায়শই মানুষকে আকৃষ্ট করতে এদের বিজ্ঞাপন দেখা যায়। আমাদের সবাইকে এই সব ভেল্কি থেকে দুরে থাকতে হবে।

গত ১৬ই জুন আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য (৯২বৎসর) ও সংস্থার সহ সভাপতি শ্রী ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ রায় মহাশয়ের জন্মদিন পালন করা হয়। আমরা ওনার সুস্থ জীবন কামনা করি।

বেথুন ক্লিনিকে একটি নতুন পরিষেবা চালু হয়েছে- দন্ত চিকিৎসা। এই ক্লিনিকের স্বাস্থ্য পরিষেবা অব্যাহত রাখতে আপনাদের সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন।

৩১শে জুলাই সংস্থার ১৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকতে আহ্বান জানাচ্ছি।

সবাই ভাল থাকুন।

-ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ-

আগামী ৩১.০৭.২০১৮ মঙ্গলবার ১৩ তম বাৎসরিক সাধারণ সভা সংস্থার কার্যালয়ের দ্বিতলে বিমল চ্যাটার্জী সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হবে বিকেল ৫টায়। সকলের উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

-ঃ আলোচ্য সূচী ঃ-

১। ১২তম বার্ষিক সভার বিবরণী।
২। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ২০১৭-১৮।
৩। ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরের আয় - ব্যয়ের হিসাব।
৪। পরবর্তী বছরের পরিচালন কমিটি গঠন।
৫। পরবর্তী বছরের হিসাব পরীক্ষক নিয়োগ।
৬। পরবর্তী বছরের কর্মসূচী গ্রহণ।
৭। বিবিধ।

ধন্যবাদান্তে

দীপেশ মিত্র
সম্পাদক

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা	টাকা
		পূর্বে প্রকাশিত অনুদান	৪,১৯,০৫১.০০
১।	শ্রী দেবেশ ভট্টাচার্য	৭৮ চেতলা রোড, ফ্ল্যাট ডব্লিউ ১/৬, কোলকাতা - ৭০০ ০২৭	৬,০০০.০০
২।	শ্রী মৃণাল দত্ত	৩/৮০ চিত্তরঞ্জন কলোনী, কোলকাতা - ৭০০ ০৩২	১০০০.০০
৩।	শ্রীমতি শক্তি শঙ্কর বসু	পি-৭, শঙ্কর বোস রোড, বি. আর. এস. ৯ চেতলা- কোলকাতা - ৭০০ ০২৭	৪০০.০০
৪।	শ্রী পেলব মুখার্জী	১৬এ নেপাল ভট্টাচার্য্য ফার্স্ট লেন, কোলকাতা - ৭০০ ০২৬	৪০০.০০
৫।	শ্রীমতি কাবেরী গুহ	ডি/১২ কাটজুনগর, কোলকাতা - ৭০০ ০৩২	২০০.০০
৬।	শ্রীমতি আভা বোস	২০৪, সুবোধ পার্ক, কোলকাতা - ৭০০ ০৭০	১০০.০০
		মোট -	৪,২৭,১৫১.০০

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700 026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- bethune.geriatrics@gmail.com.Website : bethunegeriatrics.in